ইত্তেফাক

তারিখ ২০/১২/৮১
পৃষ্ঠা

051

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সমীপে

নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত চাটখিল থানায় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় একটি এস, এস, সি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯৭৯ সাল হইতে চাটখিল ও বেগমগঞ্জের কয়েকটি স্কুলের পরীক্ষা চাটখিল কেন্দ্রেই অনুষ্ঠিত হইতেছে। গত তিন বৎসরে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিত উক্ত কেন্দ্রের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা ব্যাপকভাবে অসদুপায় অবলম্বন করিতেছে। পরীক্ষায় নিযুক্ত 'ইনভিজিলেটর'রা সবাই হয়ত পার্শ্ববর্তী স্কুলেরই শিক্ষক। এতে তাঁহারা পরস্পরের স্কুলের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া ছাত্রদের অসদুপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয় না। ইহাতে গত তিন বৎসর যাবৎ উক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রটি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে একটি 'নকলের ডিপো' হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে এবং পাসের হারও সীমাহীনভাবে বাড়িয়া জনমনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। কোন ছাত্র 'স্কুল টেষ্ট' পরীক্ষায় দশ পেপারের মধ্যে আট পেপারে অকৃতকার্য হইয়াও 'স্কুলের ব্যবসায়িক সাফল্য' এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া তাহাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠান হয়। এবং সে ভালভাবে পাস করিয়া স্কুলের ও পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল করে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সমীপে আকুল আবেদন, উক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের বিরুদ্ধে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া দেশের ছাত্রসমাজকে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করার প্রবণতা হইতে বাঁচান হউক।

—মোঃ আনোয়ারুল কবির, গ্রাম-মলংচর, ডাকঘর-মোহাম্মদপুর, নোয়াখালী।